সংবাদ

তারিখ ... ২।১১।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৫ ...

036

কুষ্টিয়া রবীন্দ্রকুঠির দুরবস্থা!

জমিদার পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথকে যৌবনে জমিদারি দেখাশুনা করবার জন্যে তদানীন্তন পূর্ববাংলার শিলাইদহে সাজাদপুরে আর পতিসরের সাথে দীর্ঘদিন যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। ১৮৯১ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তাঁকে শিলাইদহের জমিদারি তদারক করতে হয়। এ সময়েই কবিকে ব্যবসায়ীর ভূমিকা নিতে দেখি।

ভাইপো বলেন্দ্র আর সুরেন্দ্রর সাথে তিনি ভ্রাম্যমান পাটের কারবার আর আখ মাড়াইকলের ব্যবসায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এজন্যেই রেজিস্টার্ড টেগোর এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় অনুমান ১৮৯৫-৬ এ শিলাইদহে। পরে এর দপ্তর উঠে আসে কুষ্টিয়া শহরে।

১৯২২-এর জমিজমার রেকর্ড দেখে জানা যায়, বাহাদুরখালী মৌজায় ১১৩৬ দাগের ৪৫৭ খতিয়ানভুক্ত ২.৯১ হেকটেয়ার ('৭২ একর) জমির উপরে তাঁদের ঐ কারবারের লাল দোতলা দপ্তর বাড়ীটি তৈরি হয়। ঐ রেকর্ড দেখে আরো জানা যায়, ঐ জমিটি ছিল যশোরের নলডাঙার দেবরায় রাজাদের এবং ঠাকুর বাবুরা তা কেনেন ১৮৯৭-এর ১৮১৭ নম্বর কবুলিয়তমূলে খাজনা মোকররি-সূত্রে। মালিক ছিলেন স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যরা যে বলেন্দ্র পত্নী সাহানা দেবী এবং সুরেন্দ্র নাথ সবার অংশই সমান।

ম্যানেজার জনৈক মৈত্রের চৌর্য-বৃত্তিতে ১৮৯৯-এ ঐ কারবার হলো বিপন্ন। তাকে বাচাবার জন্যে কবি তার বন্ধু রাজশাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লোকেন পালিতের পিতা ধনাঢ্য স্যার তারক পালিতের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা আর পতিসর জমিদারির কাছাকাছি পাচুপুর গ্রামের ধণাঢ্য বেনীমাধব সাহার কাছ থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নেন। কিন্তু ক্রমাগত লোকসানের ফলে কারবারটি ১৯০০-তে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে বলেন্দ্রর মৃত্যু আর সুরেন্দ্র বীমা কোম্পানির দিকে ঝুঁকে পড়ায় কবি হয়ে পড়লেন অসহায়। ১৯০৫ এ অবশ্যি তিনি এখানে একটি বয়ন বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন।

অবশেষে তিনি তাঁর শ্বশুরালয় যশোরের (এখন খুলনায়) ফুলতলা থানার দক্ষিণ ডিহি গ্রামের যজ্ঞেশ্বর স্বরকে এ কারবার দিয়ে দেন মাত্র ৩ হাজার টাকায়। আর ঐ লাল বাড়ির পূবে তাকে বাড়ি আর কারখানা করবার জন্যে বার্ষিক ৫০ টাকা কিস্তিবন্দিতে ২ বিঘা জমি দিয়ে দেন। এখানে বসেই কবির কণিকা কথা ও কাহিনী কাব্যের কিছু কবিতা আর কিছু চিঠিপত্র লেখা হয়। দুঃখের বিষয় অনেকদিন থেকেই এই ভবনটি ব্যক্তিমালিকানাধীন রয়েছে।

১৯৭৫-এ স্থানীয় রবীন্দ্র অনুরাগীদের উৎসাহে কুষ্টিয়ার তখনকার জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে ঐ ভবনটি সংরক্ষণ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য বাড়িটিকে অধিগ্রহণ করে তাকে রবীন্দ্র সংগ্রহ ও চর্চাভবনে পরিণত করা। কিন্তু এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি। কুষ্টিয়া পৌর-এলাকার মিলপাড়ায় পূর্ব-পশ্চিম বরাবর রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী ষ্ট্রীটের ওপর উত্তরমুখী এই বাড়ীটিকে বর্তমান সচেতন সরকার রবীন্দ্র স্মৃতিভবনে পরিণত করবার জন্যে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এই আমাদের নিবেদন।

—মিলন সরকার,
৫২, জি,কে, কলোনী, কুষ্টিয়া
ও
ম, মনির উজ্জামান,
৪৯, মীর মশাররফ হোসেন রোড,
কুষ্টিয়া।